সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রবাসী বাংলাদেশীদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত প্রবাসীদের সহযোগীতামূলক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন মূলক একটি সংগঠন।

বাংলাদেশে এই সংগঠনের কর্মকান্ড:

বৈদেশিক কর্মপ্রত্যাসীদের কর্মবাজার সংক্রান্ত তথ্য, পরামর্শ প্রদান ও বৈদেশিক কর্ম সংস্থানের লক্ষে সাহায্য সহযোগীতা করা।
বৈদেশিক কর্মপ্রত্যাশীদের বিদেশে কর্মবাজারের চাহিদা মোতাবেক প্রশিক্ষন প্রদানের ব্যবস্থা করা।
বৈদেশিক কর্মপ্রত্যাশীদের ওয়ার্ক পারমিট, মাইগ্রেশন প্রসেসিং, স্টুডেন্ট এডমিশন প্রসেসিং, ফ্যামেলি রিউনিয়ন ভিসা সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ড সহ ভিসা প্রাপ্তি সংক্রান্ত যাবতীয় সাহায্য সহযোগীতা করা।
বাংলাদেশ প্রবাসীদের পরিবার পরিজনের বিপদে-আপদে ও যে কোন প্রয়োজনে পরামর্শ ও সহযোগীতা করা।
প্রবাসীদের প্রবাস জীবনের মান উন্নয়নে, বৈদিশিক কর্মসংস্থানের ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে অসুবিধা ও সুবিধা সমূহ বাংলাদেশ সরকারের সংশিষ্ট বিভাগে কাছে উপস্থাপন করা ও তা নিরসনে ও বাস্থবায়নের লক্ষ্যে একযোগে কাজ করা।
যে সকল দেশে প্রবাসী রয়েছে সেই সকল দেশের দূতাবাস সমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা ও প্রবাসীদের ও তাদের পরিবারবর্গের কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করা।

প্রবাসে এই সংগঠনের কর্মকান্ড

বাংলাদেশী প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করা বাংলাদেশী সামাজিক মূল্যবোধের আলোকে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা।
প্রবাসীদের যে কোন দুর্যোগময় মুহুর্তে তাদের পাশে দাড়ানো ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য সহযোগীতা করা।
প্রবাসে বাংলাদেশের কৃষ্টি সাংস্কৃতিক পরিচিতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা।
প্রবাসে বাংলাদেশীদের জন্য কর্ম প্রাপ্তি ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্র সৃষ্টিতে সর্বপ্রকার পরামর্শ ও সহযোগীতা কাজ করা।
প্রবাসে বাংলাদেশ দুতাবাস সমূহের মাধ্যমে প্রবাসীদের সুযোগ নিশ্চিত করতে যোগাযোগ রক্ষা করা ও প্রবাসীদের কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করা।

এই সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা কি এবং কেন?

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমরা জাতীগত ভাবে একটি স্বাধীন ভুখন্ডের নাগরিক হয়েছি বটে কিন্তু একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে যে প্রাপ্য অধিকার শিক্ষা, কর্ম সহ অনেক মৌলিক অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত।

আমাদের এই অনগ্রসরতার ঐতিহাসিক কারন হিসাবে চিহ্নিত করা যায় যেমন:

১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৭১ এই সূদীঘ ২১৪ বছরের ঔপনিবেশিক শাষকদের শাষন ও শোষন সর্বপরি এই ভুখন্ডের অধিবাসীদের সকল সম্পদ বিদেশীদের কাছে চলে যাওয়া।

এই দেশে নিজস্ব সম্পদ না থাকায় শিল্প নির্ভর কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা গড়ে না উঠা।

এই দেশের মানুষের শিক্ষাগত দিক দিয়ে পশ্চাদপদতা।

ভৌগলিক দিক দিয়ে এই ভুখন্ডটি প্রাকৃতিক হামলার শিকার তথা প্রতি বছরে বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে শতশত কোটি টাকার সম্পদ বিলিন হওয়া।

উলেখিত কারন সমূহ এই দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান বাধা হিসাবে চিহ্নিত। ১৯৭১ সালে আমাদের দেশ স্বাধীন হলেও পরবর্তি সময়ে দেশের সরকার ও উদ্দ্যেক্তারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আশা অনুরুপ সাফল্য অর্জন করতে পারে নাই। পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অর্থনীতি পরনির্ভর ও দেশের সাধারন মানুষের কর্মের অধিকাররের নিশ্চয়তা সৃস্টি হয় নাই।

মানব সম্পদ :

বাংলাদেশের যে সম্পদ রয়েছে তার মধ্যে জনগোষ্টি একটি সম্পদ হিসাবে গন্য করা যায়। বর্তমান পৃথিবীতে বাংলাদেশের জন সংখ্যার দিক দিয়ে ৮ম রাষ্ট্র। আমাদের মোট জন সংখ্যার মধ্যে কমর্ক্ষম জনশক্তি প্রায় ১০০.০০০.০০০ (দশ কোটি)। আভ্যন্তরিন কর্ম সংস্থানের পরে এই মোট জনশক্তির প্রায় ৪০% (চার কোটি) বেকার।

দেশের আভ্যন্তরিন এই জনশক্তি বর্তমান রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের ধারায় কর্ম সংস্থান করতে আরো ৮/১০ বছর এর প্রয়োজন এবং প্রয়োজন বিশাল অর্থনৈতিক বিনিয়োগ। যা আপাতত আমাদের রাষ্ট্রিয় অর্থনৈতিক বিনিয়োগের ক্ষমতা নেই । সুতরাং দেশের এই উদবৃত্ত বেকার জনশক্তিকে সুষ্ঠ ব্যাবস্থাপনার মাধ্যমে রফতানিই হচ্ছে বর্তমানে বাংলাদেশের বেকারত্ব নিরসনের একমাত্র সহজ উপায় তথা কর্মসংস্থান নীতির অন্যতম অংশ।

অন্যদিকে বর্তমান বিশ্বে অনেক দেশ রয়েছে যারা অর্থনৈতিক উন্নতির শিখরে অবস্থান করার পরেও জনসংখ্যার দিক দিয়ে তাদের জনসংখ্যা লগুত্বের কারনে অর্থনৈতিক ভাবে বিকশিত উন্নয়ন ধরে রাখতে গিয়ে বিদেশ থেকে শ্রমশক্তি আমদানী করতে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বাধ্য হচ্ছে। বিগত ১৯৭০ দশকের শেষ ভাগে এসে সরকারী ভাবে বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক বহির্বিশ্বে রফতানী উৎসাহীত করা শুরু হয় এবং বিগত ২৫/২৮ বছরে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ১২.০০০.০০০ (বার মিলিয়ন) জনশক্তি বিভিন্ন ভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে গিয়ে নিজেদের কর্মসংস্থান করেছেন এবং তারই সুবাদে আজ দেশের উন্নয়নে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশ ও দেশের জনগনের উন্নয়নের একটি প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে সরকারী ভাবে স্বীকৃত। বলা হয় বর্তমানে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তর বৈদেশিক মুদ্রার উৎস। প্রতি বছরে সরকারী হিসাবে ৩ বিলিয়ন ডলার (৩০০ কোটি ডলার) এই খাতে সরকারী কোষাগারে জমা হয়। (সত্যিকার ভাবে এই আয় আমাদের পরিসংখ্যানে প্রায় দ্বিগুন ৬ বিলিয়ন ডলার অথাৎ ৬০০ কোটি ডলার। কারন বিদেশ হতে এই অর্থের বিশাল একটি অংশ বেসরকারী ভাবে আদান প্রদান হয় যার কোন হিসাব সরকারের কাছে নেই।)